

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বিদ্যুৎ খাতের ভূমিকা অপরিসীম। ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২২,০৬৬ মেগাওয়াট, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপিটিভসহ ২৫,২৮৪ মেগাওয়াট। অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ১৩,৭৯২ মেগাওয়াট (২৭ এপ্রিল ২০২১) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮০,৪২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। এর মধ্যে ৪০.০২ শতাংশ সরকারি খাতে, ৪.১০ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৪৭.৩৯ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০১০-১১ অর্থবছরের ১৪.৭৩ শতাংশ থেকে হাস পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ এ দাঁড়িয়েছে ৯.৫৪ শতাংশে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.১৯ লক্ষ কিলোমিটার এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.১৯ কোটি। মুজিববর্ষে দেশের সকল নাগরিক ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৬২ শতাংশ পূরণ করছে। বর্তমানে মোট আবিস্কৃত ২৮টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০২২ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ৯.৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের (fuel diversification) জন্য গ্যাস ও তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, ডুয়েল-ফুয়েল, পারমাণবিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাত

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপিটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,২৮৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.১৯ লক্ষ কিলোমিটারে এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.১৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সিস্টেম লস ৯.৫৪ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১৪.৭৩ শতাংশ। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ।

মুজিববর্ষে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে, তারপরও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম সরকার অব্যাহত রেখেছে। সরকারের ভিশন ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

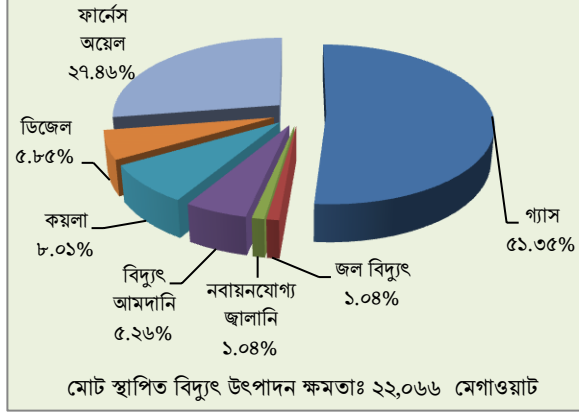
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ১০,১৪৬ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,২৪৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৪৮১ মেগাওয়াট ও আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন (গ্রিডভিত্তিক) ক্ষমতা ছিল ২২,০৩১ মেগাওয়াট। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৯,৯৯৬ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,২৪৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৪৮১

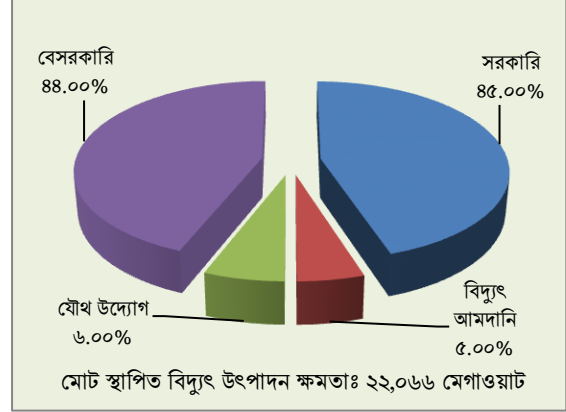
মেগাওয়াট এবং ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড ভিত্তিক) ২২,০৬৬ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ যার মোট পরিমাণ প্রায় ২৫,২৮৪ মেগাওয়াট। অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ১৩,৭৯২

মেগাওয়াট (২৭ এপ্রিল ২০২১) বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাত ও জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে লেখচিত্র ১০.১ ও ১০.২ এ দেখানো হলো:

লেখচিত্র ১০.১: স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানির ভিত্তিতে)



লেখচিত্র ১০.২: স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মালিকানার ভিত্তিতে)



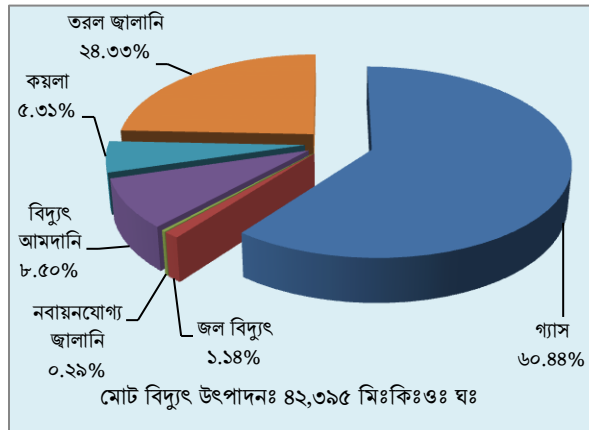
উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)

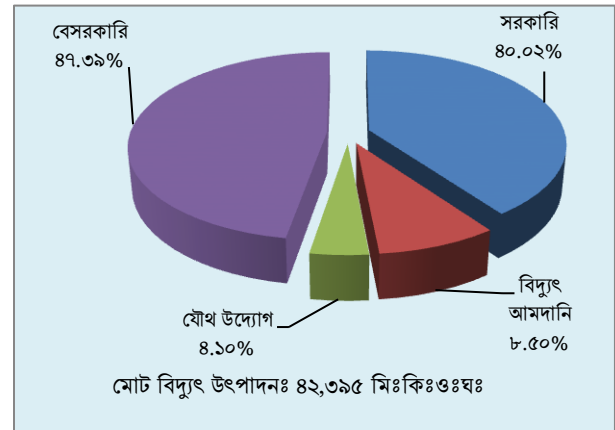
২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সরকারি খাতে ১৬,৯৬৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা, যৌথ উদ্যোগে ১,৭৩৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা, বেসরকারি খাতে ২৩,৬৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা (বিদ্যুৎ আমদানিসহ) বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০.০২ শতাংশ সরকারি খাতে, ৪.১০ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৪৭.৩৯ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.৫০

শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। জ্বালানির উপর ভিত্তি করে নীট উৎপাদনের ৬০.৪৪ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ২৪.৩৩ শতাংশ তরল জ্বালানি ভিত্তিক, ৮.৫০ শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ, ৫.৩১ শতাংশ কয়লাভিত্তিক, ১.১৪ শতাংশ জলবিদ্যুৎ ও ০.২৯ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.৩ ও ১০.৪ এ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদন (জ্বালানির ভিত্তিতে)



লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুৎ উৎপাদন (মালিকানার ভিত্তিতে)



উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। * ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১০-১১ অর্থবছরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৪,৮৯০ মেগাওয়াট, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৩,৫২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে (১৫ জুলাই ২০২১)। নিম্নে ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২৩৬৫	৯০৩৬
২০১৬-১৭	১৩৫৫৫	৯৪৭৯
২০১৭-১৮	১৫৯৫৩	১০৯৫৮
২০১৮-১৯	১৮৯৬১	১২৮৯৩
২০১৯-২০	২০৩৮৩	১২৭৩৮
২০২০-২১	২১৩৯৫	১৩৭৯২
২০২১-২২*	২২০৬৬	১৩৫২৫

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১৫০ বিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১১৯ বিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জ্বালানি হিসেবে প্রথম কয়লা ব্যবহার করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার দাঁড়ায় ১.৩৪ বিলিয়ন টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯১ ও ৬০ বিলিয়ন লিটার। ২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২: সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (বিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (মিলিয়ন টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
২০১০-১১	১৫০	০.৪১	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১৫১	০.৪৫	১৮২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫	০.৫৯	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩	০.৫৪	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১৮০	০.৫২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬	২০৭	০.৪৯	৪৩৯	২৩৮
২০১৬-১৭	২১৫	০.৫৯	৫১৩	৩৪৮
২০১৭-১৮	২১১	০.৮২	৬১৫	৭৯৫
২০১৮-১৯	২৭৪	০.৫৭	৪৮৪	৩৮৫
২০১৯-২০	২৬৮	১.২৪	৩০১	১২
২০২০-২১	২৪৩	২.২৫	৩৮৯	৭৪
২০২১-২২*	১১৯	১.৩৪	১৯১	৬০

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ * ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ‘পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান, ২০১৬ (পিএসএমপি)’ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত হবে। দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনাসহ জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি বহুমুখীকরণের নিমিত্তে গ্যাস/এলএনজি, তরল জ্বালানি, কয়লা, পারমাণবিক, হাইড্রো, নাবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেজ লোড বিদ্যুৎ উৎপাদন হিসেবে কয়লা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গ্যাস/এলএনজি কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবহৃত হবে। দেশীয় গ্যাসের সীমাবদ্ধতার কারণে এলএনজি পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে, পিক লোড পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য তরল জ্বালানি এবং এলএনজি গ্যাস ব্যবহার করা হবে। আগামী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ১০.৩- এ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২২ সাল (ফেব্রু'২২)	২০৩০ সাল	২০৪১ সাল
১	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	২৫২৮৪*	৪০০০০	৬০০০০
২	বিদ্যুৎ চাহিদা (মেগাওয়াট)	১৫৫০০	৩৩০০০	৫২০০০
৩	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	১৩০১৭	২৭৩০০	৩৪৮৫০
৪	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	৫৫৩০৭	১২০০০০	২৬১০০০
৫	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	৬১৯০০০	৬৬০০০০	৭৮৩০০০
৬	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওয়াটঃ)	৫৬০	৮১৫	১৪৭৫
৭	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা (%)	১০০%	১০০%	১০০%

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।*ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। সারণি ১০.৪ এ নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১০.৪: নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ

খাত	প্রকল্পের সংখ্যা	ক্যাপাসিটি (MW)
সরকারি খাত	১২	৪৩৩৯
যৌথ উদ্যোগ	৩	৩৭২৫
বেসরকারি খাত	১৮	৫১৫৫
মোট	৩৩	১৩২১৯

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ

সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট (গ্যাস)
- ঘোড়াশাল ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং
- খুলনা ৩৩৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- মাতারবাড়ী ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- রূপসা ৮৮০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- পটুয়াখালী ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (RNPL)
- পটুয়াখালী ১,২০০-১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (২য় পর্যায়ে-BCPCL),
- মৈত্রী সুপার ১,৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎকেন্দ্র (BIFPCL)
- রূপপুর ২X১,২০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট, ৭৫০ মেগাওয়াট ও ৫৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র
- চট্টগ্রাম ১,২২৪ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

সমগ্র দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড নিয়োজিত আছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাসমূহের নিকট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হওয়ার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নতির ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে ১,১৩৭ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের

অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। ১৩০

৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,৭৭০ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ৮,৩০৬ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন সংযুক্ত আছে। এছাড়া, পিজিসিবি'র মোট ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি HVDC (High Voltage Direct Current) Back-to-Back স্টেশন, ৫,৩৩০ এমভিএ ক্ষমতার ৫টি ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১,৯৫০ এমভিএ ক্ষমতার ৩টি ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১৫,৯৭৫ এমভিএ ক্ষমতার ৩০টি ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১,১৯০ এমভিএ ক্ষমতার ৪টি ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ৩০,৮৬২ এমভিএ ক্ষমতার ১৬২টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত আছে। এছাড়া ১৩২ কেভি বাসে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক

এবং ৩৩ কেভি বাসে ১,৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১৩,২১৩ সার্কিট কিলোমিটার। বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে সংস্থাসমূহ ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে সর্বমোট ৫৫,৩০৭ এমভিএ ক্ষমতার ২০৪টি হাই ভোল্টেজ গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি HVDC স্টেশন জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত আছে। বিগত এক বছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২১- ফেব্রুয়ারি ২০২২) সঞ্চালন অবকাঠামোতে ৫৬৬ সার্কিট কিঃমিঃ সঞ্চালন লাইন এবং ১৫টি গ্রিড উপকেন্দ্র সংযুক্ত হয়েছে। সারণি ১০.৫ এ বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৫: বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

অর্থবছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০ কেভি এবং ৪০০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি এবং ২৩০/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০১০-১১	-	২৬৪৭.৩০	৬০১৮.০০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭.০০
২০১১-১২	-	২৬৪৭.৩০	৬০৮০.০০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭.০০
২০১২-১৩	-	৩০২০.৭৭	৬০৮০.০০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫.০০
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩০৪৪.৭০	৬১২০.০০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪.০০
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৫৮.৮৩	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪.০০
২০১৫-১৬	২২০.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৯৬.৮৩	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০.০০
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৫	৩৩১২.৯৯	৬৫০৩.৯৫	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৪.৫০
২০১৭-১৮	৫৫৯.৭৫	৩৩২৪.৯৯	৬৭৯৫.৮৯	০১	৫০০	০৩	২২১০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৫০৪৫.৫০
২০১৮-১৯	৬৯৭.৭৬	৩৩৭১.৬৭	৭৩২৮.৬৪	০২	১০০০	০৫	৩৯০০	২৬	১৩১৩৫	১৩২	২২৬৪১.৫০
২০১৯-২০	৮৬১	৩৫০০	৭৭৫৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	২৭	১৩৩৮৫	১৪৫	২৫৮৮৫
২০২০-২১	৮৬১	৩৬৫৮	৮১২৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	৩০	১৫৭৮৫	১৫৩	২৮৫২৯
২০২১-২২*	১১৩৭	৩৭৭০	৮৩০৬	০১	১০০০	০৮	৭২৮০	৩৪	১৭১৬৫	১৬২	৩০৮৬২

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে। যথাঃ

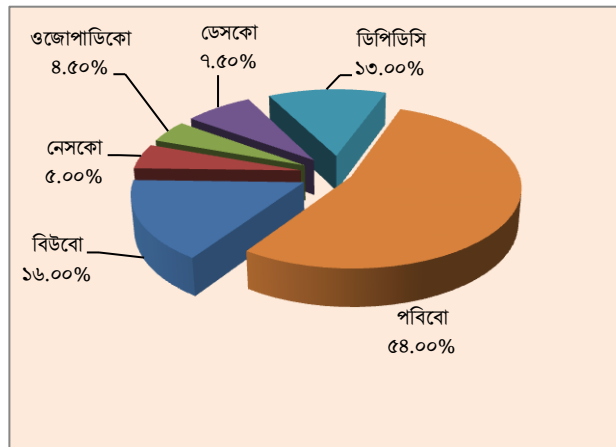
- (১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)
- (২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)
- (৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)
- (৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)
- (৫) ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)

(৬) নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)

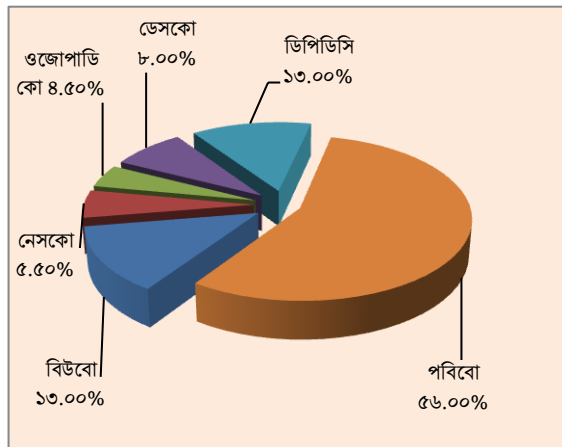
আন্তঃসংস্থা বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) অর্থবছরে যথাক্রমে ৭১,৪৬৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ৩৩ কেভি ও ১৩২ কেভি লেভেলে আমদানি করা হয়েছে, যা লেখচিত্র ১০.৫ ও ১০.৬ এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৫: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ
(২০২০-২১ অর্থবছর)



লেখচিত্র ১০.৬: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ
(২০২১-২২* অর্থবছর)



উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। * ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

সিস্টেম লস

সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ এবং সিস্টেম লস কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের

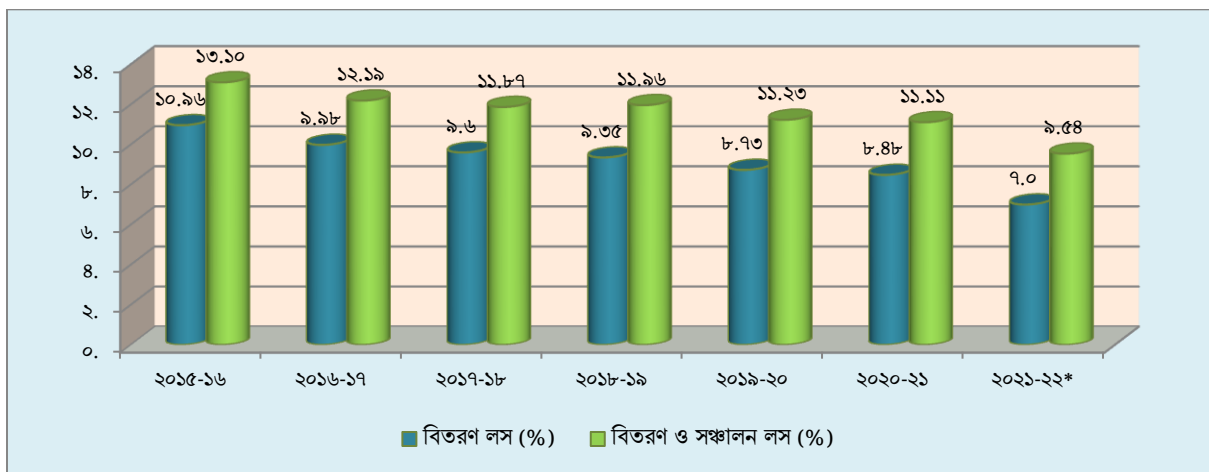
দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৬ এবং লেখচিত্র ১০.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৬: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	সঞ্চালন লস (%)	বিতরণ লস (%)	মোট লস (%)
২০১০-১১	১.৯৮	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	২.৩৫	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	২.৩৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	২.১৭	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	২.১৯	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬	২.১৪	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭	২.২১	৯.৯৮	১২.১৯
২০১৭-১৮	২.২৭	৯.৬০	১১.৮৭
২০১৮-১৯	২.৬১	৯.৩৫	১১.৯৬
২০১৯-২০	২.৫	৮.৭৩	১১.২৩
২০২০-২১	২.৪১	৮.৪৮	১১.১১
২০২১-২২*	-	৭.০০	৯.৫৪

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।*জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৭: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান



উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। *জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

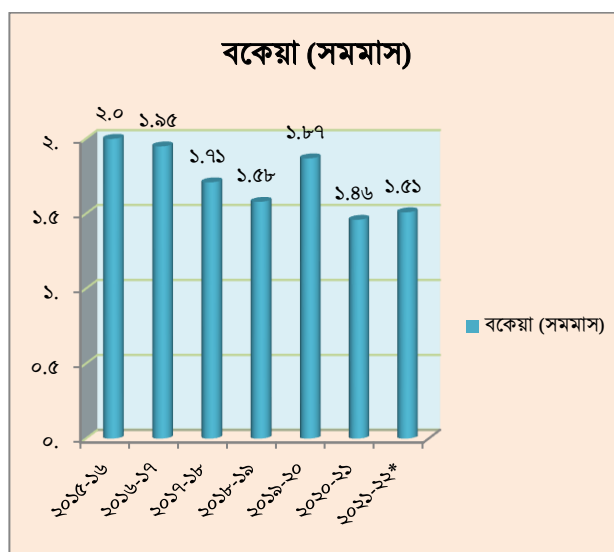
বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ বিদ্যুতের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সরকার তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুতের বকেয়া বিল গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান সারণি ১০.৭ এবং লেখচিত্র ১০.৮-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৭: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৯৫
২০১৭-১৮	১.৭১
২০১৮-১৯	১.৫৮
২০১৯-২০	১.৮৭
২০২০-২১	১.৪৬
২০২১-২২*	১.৫১

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।* ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৮: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিসংখ্যান



উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।* ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে বামেলানুমুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক দেশে ৪৬,৭৭,৬৫৯টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৪,৪৬,৪১৪টি, ডেসকো কর্তৃক ৬,০৪,৫৫৭টি ও ডিপিডিসি কর্তৃক ৫,৯২,৫২২টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। পবিবো, ওজোপাডিকো ও নেসকো কর্তৃক ইউনিফাইড

প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ১৩,১০,৫৬৮, ৩,৭২,৫১৩ ও ৩,৫১,০৮৪টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক স্থাপিত প্রি-পেইড মিটারের চিত্র সারণি ১০.৮-এ দেখানো হলো।

সারণি ১০.৮: প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	সংস্থা	সিঙ্গেল ফেইজ	ট্রী ফেইজ	মোট
১	বিউবো	১৪১১৬২৪	৩৪৭৯০	১৪৪৬৪১৪
২	পবিবো	১২৯৬৪৬৮	১৪১০০	১৩১০৫৬৮
৩	ডিপিডিসি	৫৩৮৫৪২	৫৩৯৮০	৫৯২৫২২
৪	ডেসকো	৫৩৫৯৮৩	৬৮৫৭৪	৬০৪৫৫৭
৫	ওজোপাডিকো	৩৬১৬০২	১০৯১১	৩৭২৫১৩
৬	নেসকো	৩৪৬৪৮৩	৪৬০১	৩৫১০৮৪
সর্বমোট:		৪৪৯০৭০২	১৮৬৯৫৬	৪৬৭৭৬৫৮

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

ঘ.বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩.২৯ কোটি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ৮৮,৫৮০টি গ্রামে ৫.৪৮ লক্ষ কিঃমিঃ (আপগ্রেডেশনসহ) বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ২.৯৭ কোটি আবাসিক, ২.৯৯ লক্ষ সেচ, ২১.২৭ লক্ষ বাণিজ্যিক, ২.৪৪ লক্ষ শিল্প, ৪.২০ লক্ষ দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ৮.২৬ হাজার নির্মাণ, ১,২২২টি অস্থায়ী, ২২.৩০ হাজার রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প, ৯.২২ হাজার ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন এবং ৫৮১টি সাধারণসহ সর্বমোট ৩.২৯ কোটি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিদ্যুতের মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪.১৯ কোটি, যার মধ্যে বাপবিবো'র মোট গ্রাহক ৩.২৯ কোটি যা দেশের মোট গ্রাহকের প্রায় ৭৯ শতাংশ এবং বাপবিবো'র গ্রাহকগণ জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৫৬ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সঞ্চালন ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য সারণি ১০.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৯: গ্রাহক সংযোগের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১০-১১	২০৯৫	৩০২৮	-	২৫৯৫৪৮
২০১১-১২	৭৭০০	১০০৪৯	-	৭২৩৭১৩
২০১২-১৩	১০২২২	১০২৭৯	-	৩০৪৪১৭
২০১৩-১৪	১৬৯৭১	১৭৫৪৪	-	৭৫৮৯৩২
২০১৪-১৫	১৮৭৫০	১৮৬৯৮	-	১৮৩৯০৬৪

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৫-১৬	২০০০০	৩১৬১২	১৫০০০০০	৩৫৯৭৮৮৩
২০১৬-১৭	২৫০০০	৩৬৫৫৪	২০০০০০০	৩৫১১৫৭৩
২০১৭-১৮	৩০০০০	৫৪৮৮৬	৩২০০০০০	৩৮৫১১৪৩
২০১৮-১৯	২৫০০০	৭১৩২৬	২০০০০০০	৩০৪৫৫৯৩
২০১৯-২০	৫০০০০	৫০১৬৬	২০০০০০০	২৪০৫৩১২
২০২০-২১	৩০০০০	৩২৭৩৬	১৩০০০০০	২৪৬১১৩৪
২০২১-২২*	১০০০০	৭৪৯৪	৮০০০০০	১০৬০১৩১

উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।* জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্প

সরকারের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে, যার বিপরীতে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ২,৯১৪.২২ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিবিড়করণ প্রকল্প, ৩টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি সৌরপাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০,০০০ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৭,৪৯৪ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়ন করা হয়েছে এবং ১৭৭টি (২০৫০ এমভিএ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ১১১টি (১১৮০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বর্ধনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১.৫৫ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

ঙ.সাসটেইনেবল এনার্জি বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি

সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ২০০৯ সাল হতে তা কার্যকর করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য 'Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA)'

গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে এ যাবৎ প্রায় ৭৭৯.৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। দেশে রুফটপ সোলার সিস্টেম জনপ্রিয়করণের জন্য সরকার নেট মিটারিং গাইড লাইন-২০১৮ প্রণয়ন করেছে। নেট মিটারের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১,৫৪৬টি রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার ক্ষমতা ৩৬.৭০ মেগাওয়াট। সারণি ১০.১০ এ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১০: নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা
(মেঃওঃ)

ক্র.নং.	প্রযুক্তি	অফ-গ্রিড	অন-গ্রিড	মোট
১	সোলার	৩৪৭.৫২	১৯৮.২৯	৫৪৫.৮১
২	উইন্ড	২.০০	০.৯	২.৯
৩	হাইড্রো	-	২৩০	২৩০
৪	বায়োগ্যাস	০.৬৯	-	০.৬৯
৫	বায়োমাস	০.৪	-	০.৪
মোট		৩৫০.৬১	৪২৯.১৯	৭৭৯.৮

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে স্রেড ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন বিধি প্রণয়নসহ বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত জ্বালানি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ‘Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to ২০৩০’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে (২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায়) ২০ শতাংশ জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রতিক অর্জন

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to ২০৩০ প্রণয়ন

- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন
- জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা ২০১৮ প্রণয়ন
- জ্বালানি নিরীক্ষক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং জ্বালানি নিরীক্ষকদের সনদ প্রদান
- সরকারি ভবন ও শিল্পে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম
- Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্পসুদে (৪-৬%) ঋণপ্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম চালুকরণ।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সোলার রুফটপ সিস্টেম/ সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে ৮৭,৬৬০টি নতুন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে যার ক্ষমতা (Capacity) প্রায় ১৭.৪২১ মেগাওয়াট পিক। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর ভবন এবং জোনাল অফিসের ১৩০টি ভবনের ছাদে ১১টি অন-গ্রিড রুফটপ সোলার জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে; যার প্রতিটি প্ল্যান্টের ক্ষমতা ১০ কিলোওয়াট পিক। অবশিষ্ট সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলোতেও পর্যায়ক্রমে এ রকমের সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও এডিবি’র অর্থায়নে সৌর শক্তি চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রদানের জন্য ২০২২ সালের মধ্যে ২,০০০টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প চলমান আছে। এই পাম্পগুলোর মোট ক্ষমতা হবে আনুমানিক ১৯.৩০ মেগাওয়াট পিক।

চ.রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২টি ইউনিটে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়ন, সয়েল স্ট্যাবিলাইজেশন, সকল অবকাঠামোর তলদেশে কনক্রিট বেডিং স্থাপন এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের ভারী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি নৌপথে পরিবহণের সুবিধার্থে পদ্মা নদীর তীরে জেটি নির্মাণ, পদ্মা নদীর পাড় সংশ্লিষ্ট তীর রক্ষা বাঁধ এবং প্রকল্প এলাকায় একটি কৃত্রিম নৌ-চ্যানেল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। রিঅ্যাক্টরে

মোস্টেন কোরক্যাচার, রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল, স্টিম জেনারেটর এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ফুল-স্কেল অ্যানালাইটিক্যাল সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। রাশান ফেডারেশনের বিভিন্ন কারখানায় বিদ্যুৎকেন্দ্রের অন্যান্য প্ল্যান্ট-ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মধ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম ও ২য় ইউনিটের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত সম্পাদিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ইউনিট-১-এর Auxiliary রিঅ্যাক্টর ভবনের এবং অন্যান্য অংশের Inner wall-এর Concreting +১৯.২৫ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং ইউনিট-২ এর Auxiliary রিঅ্যাক্টর ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং reinforcement +৮.৩ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।
- ইউনিট-১-এর Reactor Building এর Inner containment wall এ +৪৪.৫ মিটার পর্যন্ত concreting এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। +৪৪.১ মিটার থেকে +৫১.৭ মিটার উচ্চতায় lower part Dome ও +৫১.৭ মিটার থেকে +৬১.১ মিটার উচ্চতায় Upper part Dome নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। +১৪.৫ মিটার উচ্চতায় ৪টি Steam Generator স্থাপন করা হয়েছে।
- ইউনিট-১ এর টারবাইন ভবনের বিভিন্ন columns, Turbo-Generator, embedded parts এর নির্মাণ কাজ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ইউনিট-২ এর বিভিন্ন partition wall, peripheral wall, Turbo generator slab এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ইউনিট-২-এর Reactor Building এর Inner containment wall এ +৪৩.৪ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত concreting এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। +৩৮.১ মিটার উচ্চতায় Polar crane স্থাপন করা হয়েছে।
- ইউনিট-২ এর Auxiliary রিঅ্যাক্টর ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ এবং reinforcement +১১.০০ মিটার পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠন করা হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০৫ জন রিজার্ভসহ মোট ১,৪২৪ জনবলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অদ্যাবধি বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮০৫ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ৫২৪ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৮ থেকে অদ্যাবধি ৫৭২ জনকে রাশিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ শেষ করে ৪১৭ জন কর্মকর্তা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। বর্তমানে ১৫৫ জন প্রশিক্ষার্থী রাশিয়াতে প্রশিক্ষণরত রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-৮ ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC ও BBIN এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

ভেড়ামারা-বহরমপুরে আরেকটি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে আরও ৫০০ মেগাওয়াট আমদানি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খণ্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে, যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে।

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে GMR এর নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিমস্টেক-এর সাথে সহযোগিতা

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। BIMSTEC Grid স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাত

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৮টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (2P) মজুদের পরিমাণ ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০২২ এ উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৯.৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.১১-এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১১: দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

(বিলিয়ন ঘনফুট)								
গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদনরত কুপসংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ			২০২০-২১ অর্থবছরে উৎপাদন	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত	অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জানুয়ারি ২০২২
		(GIIP)	1P	2P	3P			
ক. উৎপাদনরত								
তিতাস	২২	৮১৪৮.৯	৫৩৮৪.০	৬৩৬৭.০	৬৫১৭.০	১৪৫.১৮	৫০৭২.৫১	১২৯৪.৪৯
হবিগঞ্জ	৮	৩৬৮৪.০	২৬৪৭.০	২৬৪৭.০	৩০৯৬.০	৬৪.৬০	২৬৩৪.২৫	১২.৭৫
বাখরাবাদ	৬	১৭০১.০	১০৫২.৯	১২৩১.৫	১৩৩৯.০	১৩.৮৭	৮৬৭.৯৭	৩৬৩.৫৬
কৈলাশটিলা	২	৩৬১০.০	২৩৯০.০	২৭৬০.০	২৭৬০.০	১৫.০৯	৭৪৫.৭৭	২০১৪.২৩
রশিদপুর	৫	৩৬৫০.০	১০৬০.০	২৪৩৩.০	৩১১৩.০	১৬.১২	৬৭৫.৫৮	১৭৫৭.৪২
সিলেট/ হরিপুর	২	৩৭০.০	২৫৬.৫	৩১৮.৯	৩৩২.০	১.৩৭	২১৯.৬৭	৯৯.২৩
মেঘনা	১	১২২.১	১০১.০	১০১.০	১০১.০	২.৭০	৭৯.৪৯	২১.৫১
নরসিংদী	২	৩৬৯.০	২১৮.০	২৭৬.৮	২৯৯.০	৯.৭৭	২২৯.৮৭	৪৬.৯৩
বিয়ানীবাজার	১	২৩০.৭	১৫০.০	২০৩.০	২০৩.০	২.৮৯	১১১.১৫	৯১.৮৫
ফেঞ্চুগঞ্জ	২	৫৫৩.০	২২৯.০	৩৮১.০	৪৯৮.০	২.৩৯	১৬৬.২২	২১৪.৭৮
সালদানদী	২	৩৭৯.৯	৭৯.০	২৭৯.০	৩২৭.০	১.২০	৯৫.০৩	১৮৩.৯৭
শাহবাজপুর	৪	৯১৮.১	-	৬৪২.৭	৪৮৮.০	১৪.৩২	১১০.৭০	৫৩১.৯৮

গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদনরত কুপসংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ			২০২০-২১ অর্থবছরে উৎপাদন	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত	অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জানুয়ারি ২০২২
		(GHP)	1P	2P	3P			
সেমুতাং	১	৬৫৩.৮	১৫১.০	৩১৭.৭	৩৭৫.১	০.৩৪	১৩.৯২	৩০৩.৭৮
সুন্দলপুর	১	৬২.২	২৫.০	৩৫.১	৪৩.৫	২.৬৮	২০.১৩	১৪.৯৭
শ্রীকাইল	৪	২৪০.০	৯৬.০	১৬১.০	১৬১.০	১২.০৩	১১৭.১২	৪৩.৮৮
বেগমগঞ্জ	১	১০০.০	১৪.০	৭০.০	-	২.১৭	৮.২৮	৬১.৭২
জালালাবাদ (শেভরন)	৬	১৪৯৯.০	১৪৯৯.০	১৪৯৯.০	-	৩৭.৮২	১৪৯৯.০৩	-
মৌলভীবাজার (শেভরন)	৪	১০৫৩.০	৪০৫.০	৪২৮.০	৮১২.০	৩.৪৩	৩৩৮.৪৪	৮৯.৫৬
বিবিয়ানা (শেভরন)	২৬	৮৩৫০.০	৪৪১৫.০	৫৭৫৫.৪	৭০৮৪.০	২৩৬.৮৬	৪৯৯১.৬০	৭৬৩.৮৩
বাঞ্ছুরা (ক্রিশ এনার্জি)	৫	১১৯৮.০	৩৭৯.০	৭১৪.০	৯৪১.০	১২.৩০	৫১৫.৫৪	১৯৮.৪৬
উপ-মোট ক:	১০৫	৩৬৮৯২.৭	২০৫৫১.৪	২৬৬২১.২	২৮৪৮৯.৬	৫৯৭.১৩	১৮৫১২.২৬	৮১০৮.৯০
খ. উৎপাদনে যায়নি:								
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫	৪৫.৫	৪৫.৫	-	০.০	৪৫.৫
ভোলা নর্থ		৬২১.৯	০.০	৪৩৫.৩২	-	-	০.০	৪৩৫.৩২
জকিগঞ্জ		৭৫৯.০	-	৫৩.১৩	-	-	-	৫৩.১৩
উপ-মোট খ:		৭৬৬.৮	৪৫.৫	৫৩৪.০	৪৫.৫	০.০	০.০	৫৩৩.৯৫
গ. উৎপাদন স্থগিত:								
সাজু		১০৩৯.০	২৬৫.০	৪৭৪.০	৭২৭.০	০.০০	২৬.৪৬	৪৪৭.৫৪
ছাতক		৭১.৮	৫০.৩	৫০.৩	৫০.৩	০.০০	২১.১	২৯.২০
কামতা		১৮৫.২	১২৫.০	১২৫.০	১৭৫.০	০.০০	৬২.৪	৬২.৬০
ফেনী		৮৯৯.৬	৫৪৪.৪	৫৭৭.৮	৬৩৮.৭	০.০০	৪৮৭.৯১	৮৯.৮৫
রূপগঞ্জ		৪৮.০	-	৩৩.৬	-	-	০.৬৮	৩২.৯২
উপ-মোট গ:		২২৪৩.৬	৯৮৪.৭	১২৬০.৭	১৫৯১.০	০.০	৫৯৮.৫	৬৬২.১১
সর্বমোট (বিসিএফ)	ক+খ+গ	৩৯৮৯৯.১	২১৫৮১.৭	২৮৪১৫.৭৭	৩০১২৬.১	৫৯৭.১৩	১৯১১০.৮১	৯৩০৪.৯৬
সর্বমোট (টিসিএফ)		৩৯.৯০	২১.৫৮	২৮.৪২	৩০.১৩	০.৬০	১৯.১১	৯.৩০

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, যানবাহন, শিল্প, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশজ গ্যাস উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৮৮২.৬১ বিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত রিগ্যাসিফাইড এলএনজি (আরএলএনজি) সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২০৩ বিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ মোট প্রায় ১,০৮৫.৬১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশজ গ্যাস

উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৮৮৯ বিলিয়ন ঘনফুট এবং আমদানিকৃত আরএলএনজি সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২১৫.১ বিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ মোট প্রায় ১,১০৪.১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। সারণি ১০.১২ এবং লেখচিত্র ১০.৯ ও ১০.১০-এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

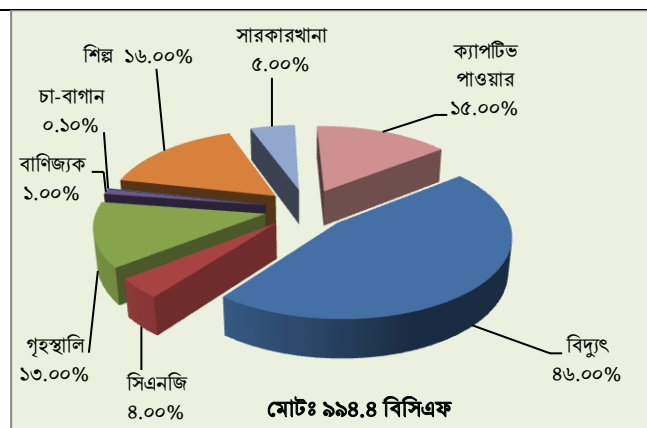
সারণি ১০.১২: প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও খাতওয়ারি ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

বছর	উৎপাদন	ব্যবহার								
		বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সারকারখানা	শিল্প	চা-বাগান	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	মোট
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৫.৮	১২১.৬	৫৮.৯	১২২.১	০.৮	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৩.৬
২০১১-১২	৭৪৩.৭	৩০২.৫	১২৪.২	৫৮.৫	১২৮.৩	০.৮	৮.৬	৮৯.২	৩৮.৩	৭৫০.৪
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮	৮.৮	৮৯.৭	৪০.২	৭৯৮.১
২০১৩-১৪	৮২০.৪	৩৩৭.৪	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৮.১
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	৯.০	১৪১.৫	৪৬.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭	৯৬৯.২	৪০৩.৬	১৬০.৫	৪৯.১	১৬৩.১	১.০	৮.৭	১৫৪.৪	৪৭.০	৯৮৭.৪
২০১৭-১৮	৯৬৮.৭	৩৯৮.৬	১৬০.৫	৪৩.০	১৬৬.৬	০.৯	৮.২	১৫৮.০	৪৬.২	৯৮২.০
২০১৮-১৯	১০৭৭.৭	৪৫০.৯	১৫৭.৫	৫৭.৭	১৬৪.৫	১.০	৭.৯	১৫৮.৯	৪৩.৪	১০৪১.৮
২০১৯-২০	১০৮৫.৬	৪৫৫.৯	১৫১.৬	৫৪.৬	১৫৫.৭	১.১	৬.৭	১৩২.৭	৩৬.১	৯৯৪.৪
২০২০-২১	১১০৪.১	৪২৫.৮	১৬৯.১	৬৪.৭	১৮১.৭	০.৯	৬.০	১৩৪.২	৩৫.১	১০১৭.৫

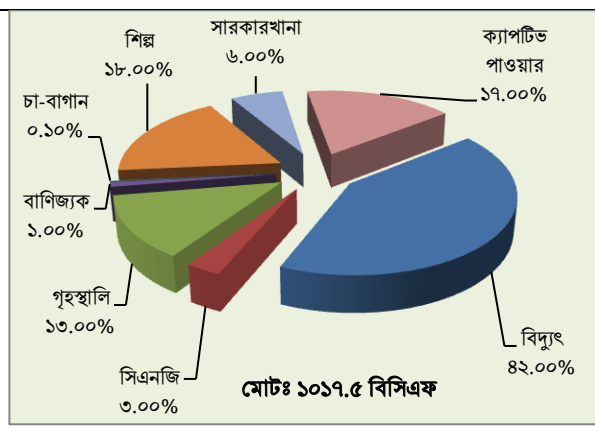
উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

লেখচিত্র ১০.৯: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০১৯-২০ অর্থবছর)



উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

লেখচিত্র ১০.১০: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০২০-২১ অর্থবছর)



প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রক্ষেপণ

দেশে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ এর চাহিদার সাথে সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। Gas Sector Master Plan 2017 অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৪,৬১০ এমএমসিএফডি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৪,৭৮৭ এমএমসিএফডি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৪,৯৩১ এমএমসিএফডি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৫,০৭৯ এমএমসিএফডি এ উন্নীত

হতে পারে। ২০২১-২২ অর্থবছরে যেখানে শিল্পে গ্যাসের চাহিদা ১,০৪৪ এমএমসিএফডি নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১,৪৩৫ এমএমসিএফডিতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাণিজ্যিক ও চা খাতে গ্যাসের চাহিদা ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৮ এমএমসিএফডি নির্ধারিত হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সারণি ১০.১৩ এ প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রক্ষেপণ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১০.১৩: খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫)

(এমএমসিএফডি)

খাতসমূহ	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
বিদ্যুৎ	২২১০	২২৬৬	২২৭৯	২২৮৫
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪৩২	৩৮৯	৩৫০	৩১৫
গৃহস্থালী	৪২৫	৪৫৭	৪৯০	৫২৪
শিল্প	১০৪৪	১১৬৯	১২৯৯	১৪৩৫
সার কারখানা	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬
সিএনজি	১৪৫	১৫২	১৫৯	১৬৬
বাণিজ্যিক ও চা	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮
মোট	৪৬১০	৪৭৮৭	৪৯৩১	৫০৭৯

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুইটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে, যাদের প্রতিটির এলএনজি ধারণ ক্ষমতা ১,৩৮,০০০ ঘনমিটার এবং রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। Excelebrate Energy Bangladesh Ltd. (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত প্রথম এলএনজি টার্মিনাল আগস্ট ২০১৮ এ কমিশনিং করা হয়। Summit LNG Terminal Co. Ltd. কর্তৃক স্থাপিত একই ক্ষমতার দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল এপ্রিল ২০১৯ এ কমিশনিং করা হয়। টার্মিনাল দুইটি কক্সবাজারের মহেশখালির নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। এছাড়া, সরকার কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতার একটি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পেট্রোবাংলা এলএনজি ক্রয়ের জন্য Ras-Laffan Natural Gas Company Ltd. (3), Qatar এবং Oman Trading International, Oman (OTI)-এর সাথে দুইটি দীর্ঘমেয়াদী Sale Purchase Agreements (SPA) স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া, স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে Master Sale Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে আরও এলএনজি আমদানি চুক্তি সম্পাদন ও কক্সবাজারের মহেশখালিতে এবং পটুয়াখালীর পায়রায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো নিশ্চিতকরণকল্পে পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন ইউনিট ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার নতুন ইউনিটসহ দেশের জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা হবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গভীর সমুদ্র বন্দর হতে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য Single Point Mooring (SPM) with Double Pipeline প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বার্ষিক প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল মাদার ভ্যাসেল থেকে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাস করা সম্ভব হবে। চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে। উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য পিতলগঞ্জ হতে কুর্মিটোলা অভিয়েশন ডিপো, ঢাকা পর্যন্ত জেট ফ্যুয়েল পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ আরো দ্রুত, সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ডিজেল আমদানির জন্য শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। সারণি ১০.১৪ ও ১০.১৫ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২২) পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেওয়া হলোঃ

সারণি ১০.১৪: অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	সিএন্ডএফ মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০১০-১১	১৪০৯৩০২	৯৭৮.৮১	৭০৩৭.০০
২০১১-১২	১০৮৫৯৩৭	৯১৯.২৬	৭০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২৯২১০২	১০৬০.৩০	৮৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১৭৬৬৯৩	৯৬৮.৫৫	৭৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩০৩১৯৪	৭৩৪.০০	৫৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬	১০৯৩১২০	৩৩৬.১৫	৩২২৫.৯২
২০১৬-১৭	১৩৯১৬২৯	৫১৪.১০	৪১৩২.৩৫
২০১৭-১৮	১১৭৩৬৪৭	৫৬৫.৯৯	৪৬০৩.৮১
২০১৮-১৯	১৩৬১৮৭৭	৭২১.২৮	৬০৮০.৩৯
২০১৯-২০	১১৫১৯৬৩	৪৫৫.৯১	৩৮৫৪.৬৪
২০২০-২১	১৪৩৪৬১৩	৫৮৪.৬৪	৪৯৬৬.৫২
২০২১-২২*	৮৭২২১১	৪৯৩.৫৭	৪২৩২.৪৭

উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সারণি ১০.১৫: পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুরিকেটিং অয়েল		ফার্নেস অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৪	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	-	-	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	১৮৫৬৯.৬২	-	-	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৬	১১১১০.৩১	-	-	৩৩৫১৫০	৬৬০.৫২
২০১৬-১৭	৩৮৭১৪৩২	১৪৪৩৩.৯১	-	-	৫২১১৯৯	১২৪০.৬৬
২০১৭-১৮	৪৮৯২০৮৯	২৩৩০০.৬৭	-	-	৬৫০৫৪০	২০৯১.৫২
২০১৮-১৯	৪২৮১৯৫৮	২৩৩৭৬.৫০	-	-	৩১৮৬৩৪	১২৮২.৪৯
২০১৯-২০	৩৮৭৩১৩১	১৭০৪৫.১৮	-	-	১৭৫৬৯৪	৬৮৭.০৪
২০২০-২১	৪১৪৪৭৬২	১৬৬৯৪.৪০	-	-	৪৭৯২৪	১৫১.৪১
২০২১-২২*	২৮৫৫৭৯৮	১৭৯৩৩.০৭	-	-	১৩৯৭২৮	৬৪৭.৭৮

উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ * ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘদিন ধরে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের বিক্রয় মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল

আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংকের ভর্তুকি দিতে হয়। তবে নভেম্বর ২০১৪ হতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় গত ৬ বছর (২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত) সরকারকে জ্বালানি তেলে কোন ভর্তুকি দিতে হয়নি। সারণি ১০.১৬ এ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৬ : সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ

অর্থবছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	৪০০০.০০
২০১১-১২	৮৫৫০.০০
২০১২-১৩	১৩৫৫৮.০০
২০১৩-১৪	২৪৭৮.০০
২০১৪-১৫	৬০০.০০
২০১৫-১৬	০.০০
২০১৬-১৭	০.০০
২০১৭-১৮	০.০০
২০১৮-১৯	০.০০
২০১৯-২০	০.০০
২০২০-২১	০.০০
২০২১-২২*	০.০০

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সরকারের রাজস্ব আদায়কারী একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর জন্য সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারী ইজারা প্রদান করে থাকে।

কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ১৮৫ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস সমতুল্য। মজুদকৃত কয়লা থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত উত্তোলিত মোট কয়লার পরিমাণ ১২.৭৬ মিলিয়ন টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর ০.৮ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডি'র কার্যক্রম ২০২০ সালে

সম্পন্ন হয়। উক্ত স্টাডি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রে মজুদ ৭০৬ মিলিয়ন টন কয়লার মধ্যে ভূগর্ভস্থ মাইনিং পদ্ধতিতে বাৎসরিক ৩ মিলিয়ন টন হারে ৩০ বছর সময়ে মোট ৯০ মিলিয়ন টন উত্তোলন করা সম্ভব। সারণি ১০.১৭ এ কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান, গভীরতা ও প্রাক্কলিত মজুদ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৭ : কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান, গভীরতা ও প্রাক্কলিত মজুদ

ক্রঃ নং	কয়লা ক্ষেত্র	আবি ষ্কারের সাল	কয়লা স্তরের গভীরতা (মিটার)	মোট সম্ভাব্য মজুদ (মিঃ মেঃ টন)
১	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৫	১১৮-৫০৯	৪১০
২	দিঘীপাড়া	১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	৭০৬
৩	ফুলবাড়ি	১৯৯৭	১৪১-২৭০	৫৭২
৪	খালাসপীর	১৯৮৯	২২২-৫১৬	৬৮৫
৫	জামালগঞ্জ	১৯৬২	৬৪০-১১৫৮	৫৪৫০
				মোট=৭৮২৩

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

কঠিন শিলা

কঠিন শিলার মোট মজুদের পরিমাণ ১৭৪ মিলিয়ন টন, যার মধ্যে ৭৩ মিলিয়ন টন উত্তোলনযোগ্য। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর এবং নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৫,৪০০ হেক্টর এলাকা হতে কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা প্রদান করা হয়। হয়। গত মে ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মোট উত্তোলিত শিলার পরিমাণ ৭.৫৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং বিক্রয়কৃত শিলার পরিমাণ ৭.৩৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ইতোমধ্যে সমাপ্ত ফিজিবিলিটি স্টাডির ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত ২.২৫ বর্গ কিলোমিটার নতুন খনি উন্নয়ন এলাকায় ৪০ বছরে মোট প্রায় ১১৩.৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

সাধারণ পাথর

সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট এবং পার্বত্য বান্দরবান জেলায় গেজেটভুক্ত/খাস খতিয়ানভুক্ত সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর সমৃদ্ধ এলাকা/ কোয়ারীর সংখ্যা ৬০টি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'পাথর উত্তোলনে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক কমিটি গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে সারাদেশের সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর ইজারা প্রদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

সাদামাটি

নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর জেলায় সাদামাটি/চীনামাটি পাওয়া যায়। দেশের সিরামিক শিল্পের কঁচামাল হিসেবে সাদামাটি/চীনামাটি ব্যবহার করা হয়।

সিলিকাবালু

হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়। হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং সিলেট জেলায় গেজেটভুক্ত মোট ৭৮টি সিলিকা বালু কোয়ারি রয়েছে। বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলায় গেজেটভুক্ত/খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমিতে ২৩টি সিলিকা বালু কোয়ারির মধ্যে ৬টি কোয়ারি ১৪২৮-২৯ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় ৫২টি সিলিকা বালু কোয়ারি ইজারা প্রদান কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পিট

মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পিট (পিট কয়লা) আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত পিটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ৫১০ মিলিয়ন টন। পিট কয়লা সহায়ক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খনিজ বালু/ভারী মণিক

ভোলা, পটুয়াখালী এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও মহেশখালী উপজেলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ও নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট, রুটাইল, গার্নেট, ইলমেটাইট এবং ম্যাগনেটাইট প্রধান।

লৌহ আকরিক:

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকার প্রায় ১০ বর্গ কি.মি (১০০০ হেক্টর) ভূমিতে লৌহ আকরিক অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে।

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। ফলে এ

অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাস্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট, কয়লা, কঁচাবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

জিএসবি'র সাম্প্রতিক অর্জন

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০৯৭ বর্গ কিমি. এলাকায় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে
- নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় ৩০ মিটার পুরু (৬৭৫ মিটার গভীরতা) চূনাপাথর আবিষ্কার করেছে
- দিনাজপুর হেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট ইউনিয়নে ভূপৃষ্ঠের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভিরে প্রায় ৫০ মিটার পুরুত্বের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আনুমানিক ৫.০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ১,২৫০ মি.টন পাওয়া গেছে
- ‘বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সোমেশ্বরী নদীর অববাহিকা থেকে বিভিন্ন বালির নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওক্সিন, কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে ভারী খনিজের গড় পরিমাণ ৮.৯২ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় কয়লা নীতি সহ বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan প্রণয়ন, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বন্টন ও অন্যান্য চুক্তির

তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করে থাকে।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি ও সমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিচে দেয়া হলোঃ

ট্যারিফ নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ও প্রবিধানমালা অনুসরণে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও গণশুনানির মাধ্যমে বিদ্যুতের পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণের খুচরা মূল্যহার এবং গ্যাস সঞ্চালন মূল্যহার (চার্জ), গ্যাস বিতরণ মূল্যহার (চার্জ) ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। কমিশন কর্তৃক আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী/নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীকে স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন (১-৫০ ইউনিট) ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকের কথা বিবেচনা করে বিদ্যুতের ও গ্যাসের ন্যূনতম বিল প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রাহকশ্রেণির বিদ্যমান প্রযোজ্য ন্যূনতম চার্জ

(Minimum Charge) প্রত্যাহার করা হয়েছে। দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনে ব্যাটারী চার্জিং সহজিকরণের নিমিত্ত ব্যাটারীর চার্জিং স্টেশনের জন্য এবং মাঝারি সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পের স্বল্পমূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ জনিত প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সুবিধার্থে দু’দফায় মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল মওকুফ করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল

দেশে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারীকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদনের নিমিত্ত দেশীয় কোম্পানীসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে জুন ২০২১ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৬,৭৭৫.৮৮ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বান্ধ) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে ‘বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল’ গঠন করে। পরবর্তীতে কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডের জমার হার ১ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ জুন ২০২১ পর্যন্ত ১১,৬৪৪.৬৬ কোটি টাকা।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় ভোক্তা স্বার্থে ‘জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল’ গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১২,৯১৭.৪৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা তহবিলের রূপরেখা ও বিনিয়োগ নির্দেশাবলী অনুযায়ী জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে।

লাইসেন্স প্রদান (বিদ্যুৎ সংক্রান্ত)

কমিশন কর্তৃক ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ও বেসরকারি

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩,১২৬টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৪,৫০০ মে: ও:।

লাইসেন্স প্রদান (গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত)

কমিশন কর্তৃক ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) গ্যাস খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৪৩৮টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম খাতে কমিশন কর্তৃক ২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৯৫৬টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

সালিসী কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট ৩৪৬টি বিরোধ আবেদনের বিপরীতে ১৯৭টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন

ইউটিলিটি সংস্থা/কোম্পানীসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে একই মানদণ্ডে আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্যাস খাতের সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, স্থায়ী সম্পদ ও ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রতিপালনের নিমিত্ত ১ জুলাই ২০১৮ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশ নং- ২০১৮/০১ জারি করা হয়েছে। কমিশন বিদ্যুৎ খাতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়নের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল গ্যাস কোম্পানীসমূহে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ওয়েব বেজড সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

এনার্জি খাতে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, মিটার রিডিং বহির্ভূত বিল প্রতিরোধ, প্রি-পেইড এবং ইভিসি মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানাধরনের রেগুলেটরী কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশন ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছে।

এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপণ করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্ণবাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে কমিশন এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে এনার্জি অডিট সম্পর্কীয় তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে বিইআরসিতে প্রেরণ করেছে।

ই-লাইসেন্সিং কার্যক্রম

জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স আবেদন ও প্রদান কার্যক্রম ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এতে সেবা গ্রহীতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময় ও খরচ কমছে। ফলে সেবা প্রার্থীরা ঝামেলা ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

গবেষণা কার্যক্রম

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এই খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।